বুম এন্ড বাস্ট কোল

2023

বৈশ্বিক কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ

Global Energy Monitor, Bangladesh Poribesh Andolon (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)), Waterkeepers Bangladesh (ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ), Coastal Livelihood and Environmental Action Network (CLEAN) (উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)), CREA, E3G, Reclaim Finance, Sierra Club, SFOC, Kiko Network, CAN Europe, ACJCE, Chile Sustentable

[বুম এন্ড বাস্ট কোল 2023](#)-এ নিম্নলিখিত শিরোনামের সেকশনগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

(1) নির্বাহী সারসংক্ষেপ, (2) 2022 সালের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নসমূহ, (3) বৈশ্বিক ডাটার সারসংক্ষেপ, (4) অগ্রগতি : চীনের বাইরের বিশ্ব ক্রমশ "আর কোনো নতুন কয়লা নয়" নীতি গ্রহণ করছে, (5) প্যারিস জলবায়ু লক্ষ্যসমূহ বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, (6) 2022 সালে কয়লা সংক্রান্ত নীতিমালায় বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবণতা বেড়েছে, (7) চীনের বৈদেশিক কয়লা প্রকল্পের পরিবর্তনসমূহ, (8) চীন : নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেয়ার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, (9) ভারতের মিশ্র সংকেত : কয়লার ব্যবহার শেষ হওয়ার ভবিষ্যত অনিশ্চিত, (10) কয়লা ব্যবহার কমিয়ে আনার গতি বাড়ানোর জরুরি এই সময়ে, যুক্তরাষ্ট্র কয়লা ব্যবহার অবসানের পথে নেতৃত্ব দিচ্ছে, (11) কয়লার ব্যবহার ফিরে আসছে না : ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের শেষ প্রচেষ্টামূলক পদক্ষেপসমূহ, (12) তুরস্ক, (13) ইউক্রেন, (14) ইন্দোনেশিয়া, (15) পাকিস্তান, (16), বাংলাদেশ, (17) ভিয়েতনাম, (18) ফিলিপাইন, (19) দক্ষিণ কোরিয়া, (20) জাপান, (21) অস্ট্রেলিয়া, (22) উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য, (23) সাব-সাহারান আফ্রিকা, (24) লাতিন আমেরিকা, এবং (25) দেশ অনুযায়ী উন্নয়ন কাজ চলমান এবং কার্যকর থাকা কয়লা বিদ্যুৎ সক্ষমতার তালিকা দেখানো একটি পরিশিষ্ট।

এই অনুবাদে এই রিপোর্ট থেকে কেবল কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সংস্করণটি ইংরেজি ভাষায় [গ্লোবাল এনার্জি মনিটর (Global Energy Monitor) ওয়েবসাইটে](#) পাওয়া যাবে।

গ্লোবাল এনার্জি মনিটর ছাড়াও এই রিপোর্টের সহ-লেখকগণ হচ্ছেন Bangladesh Poribesh Andolon (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)), Waterkeepers Bangladesh (ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ), Coastal Livelihood and Environmental Action Network (CLEAN) (উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)), Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), E3G, Reclaim Finance, Sierra Club, Solutions for Our Climate (SFOC), Kiko Network, Climate Action Network Europe (CAN Europe), Alliance for Climate Justice and Clean Energy (ACJCE), Chile Sustentable।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

2022 সালে বৈশ্বিক বিদ্যুৎ খাতে ঘটে যাওয়া আকস্মিক পরিবর্তন নতুন করে "কয়লার ব্যবহার ফিরে আসছে" এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু কয়লা ব্যবহারের অবসান ঘটার বিষয়টি দৃষ্টিসীমার মধ্যেই রয়েছে। বর্তমানে, বিশ্বব্যাপী কার্যকর কয়লা সক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ (580 গিগাওয়াট (GW)) বন্ধ হয়ে যাওয়ার তারিখ নির্ধারিত হয়ে গেছে, এবং অবশিষ্ট সক্ষমতার (1,400 GW) অধিকাংশই কার্বন নিরপেক্ষতা কর্মসূচির আওতাধীন রয়েছে। বৈশ্বিক কয়লা সরবরাহের মাত্র 5% জাতীয় অঙ্গীকারের বাইরে রয়েছে - যে বিষয়টি এক দশক আগেও প্রায় অকল্পনীয় ছিল।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী কয়লার ব্যবহার বন্ধ হয়ে আসার গতি এখনো প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। গত মাসে, জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল অ্যান্টনিও গুটারেস অবিলম্বে নতুন কয়লা ব্যবহারের অবসান ঘটানো, এবং উন্নত দেশগুলোতে 2030 সালের মধ্যে এবং বিশ্বের বাকি অংশে 2040 সালের মধ্যে বিদ্যমান কয়লার ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পুনরায় আহবান জানিয়ে একটি "ত্বরান্বিতকরণ এজেন্ডা"-র রূপরেখা তুলে ধরেছেন। এই পরিস্থিতিতে, OECD-এর পরিচালনাধীন কয়লা সক্ষমতার মাত্র 70% বর্তমানে এই গতি ধরে রেখেছে (330 GW), এবং OECD-এর বাইরের কয়লা সক্ষমতার মাত্র 6%-এর 2040 সালের আগে বন্ধ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে জানা যায় (93 GW)। নতুন করে কয়লা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, যদিও প্যারিস চুক্তির পর থেকে নির্মাণাধীন কয়লা প্রকল্পের পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ কমে এসেছে, তারপরেও 33টি দেশে প্রায় 350 GW সক্ষমতা বাড়ানোর প্রস্তাব আছে, এবং আরো 192 GW সক্ষমতা নির্মাণাধীন রয়েছে। 2021 সালে চীনের নির্মাণকাজ শুরুর অপেক্ষায় থাকা এবং নির্মাণাধীন সক্ষমতা বিশ্বের বাকি অংশকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে, এবং 2022 সালে চীন এই ব্যবধানকে আরো প্রশস্ত করে তুলেছে। চীনে নির্মাণাধীন সক্ষমতা 38% বৃদ্ধি পেয়েছে (266 GW থেকে 366 GW), অন্যদিকে বিশ্বের বাকি অংশের সক্ষমতা 20% কমেছে (214 GW থেকে 172 GW)। বর্তমানে বৈশ্বিক নির্মাণাধীন সক্ষমতার দুই তৃতীয়াংশের (68%) জন্য চীন দায়ী, যা এক বছর আগের 55% থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কয়লা ব্যবহারের অবসান ঘটানো এবং একটি বাসযোগ্য জলবায়ু নিশ্চিত করার লড়াইয়ে টিকে থাকা নিশ্চিত করতে জরুরি ভিত্তিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। IPCC "দ্রুত ও গভীর, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবিলম্বে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনার" অপরিহার্যতা উল্লেখ করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, দেশগুলোকে এসব ঘোষণাকে প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অবসর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং কয়লা ব্যবহার বন্ধ করার অঙ্গীকার বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যত নীতিমালা ও তহবিল কিভাবে কয়লা ব্যবহারের অবসান ঘটানোর সময়কে প্রভাবিত করবে এবং নতুন করে কয়লা ব্যবহারের দ্রুত ও সমতাপূর্ণ অবসান নিশ্চিত করবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সম্মতি অনুসারে হওয়া কয়লাবিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে আনার কাজ চলমান রয়েছে। কিন্তু 2022 সাল কয়লা খাতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার ব্যাপারে একটি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছে। কয়লার ব্যবহার এখনো পুরোপুরি বন্ধ না হলেও, আপাতদৃষ্টিতে কিছু অনুকূল অবস্থা - তেল ও গ্যাসের স্বল্পতা, নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে আউটেজ, এবং গুরুতর বিরূপ আবহাওয়ার কারণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়া - বিদ্যমান থাকার পরেও, বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে "কয়লার ব্যবহার ফিরে আসা" ব্যর্থ হতে দেখা গেছে।

2022 সালের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নসমূহ

- 2022 সালে বিশ্বব্যাপী কার্যকর কয়লার সরবরাহ 19.5 GW বৃদ্ধি পেয়েছে। 45.5 GW নতুন কমিশনকৃত সক্ষমতার অর্ধেকেরও বেশি অংশ (59%) ছিল চীনে। চীনের বাইরে, বৈশ্বিক কয়লা সরবরাহ সঙ্কুচিত হয়েছে, যদিও এটি আগের চেয়ে কম হারে ঘটেছে।
- 2021 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রেকর্ড সৃষ্টিকারী 14.6 GW কয়লা-সক্ষমতার অবসান ঘটানোর পরে, গ্যাস সংকট এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের ফলে কয়লার বন্ধের গতি ধীর হয়ে যায়, যেখানে গত বছর মাত্র 2.2 GW সক্ষমতার অবসান ঘটেছে। আগামী কয়েক বছরে অস্থায়ীভাবে পুনরায় চালু করা এবং দীর্ঘায়িন কমে আসবে বলে সাধারণভাবে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এবং আপাতদৃষ্টিতে কয়লা-সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হলেও এটি 2022 সালে EU-এর কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট পরিমাণের সঙ্গে মাত্র 1% যোগ করেছে।

- 2022 সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে 13.5 GW কয়লা সক্ষমতার অবসান ঘটেছে। জাতীয় জ্বালানি ও জলবায়ু লক্ষ্যসমূহ পূরণ করতে, অব্যাহতভাবে কয়লা থেকে সরে আসার গতি ত্বরান্বিত করতে হবে।
- সাতটি প্রধান শিল্পোন্নত দেশের গ্রুপ (G7) বিশ্বের কার্যকর কয়লা সক্ষমতার 15% (323 GW)-এর জন্য দায়ী এবং এর মধ্যে জাপানের একটি প্রস্তাবেরবাইরে আর কোনো নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার আগের কয়লা সক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত নয়। 2022 সালে, গ্রুপটি 2035 সালের মধ্যে কয়লার অক্ষুণ্ণ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার এবং তাদের বিদ্যুৎ খাতকে "প্রধানত" ডিকার্বনাইজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে; G7-এর অঙ্গীকার পূরণ করতে প্রতিটি দেশের এখন 2030 সালের মধ্যে কয়লা ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বিশটি দেশের গ্রুপ (G20) বিশ্বের কার্যকর কয়লা সক্ষমতার 93% (1,926 GW) এবং নির্মাণকাজ শুরুর আগের কয়লা সক্ষমতার 88% (305 GW) এর জন্য দায়ী।
- গত দুই বছরে, কয়লা থেকে পরিচ্ছন্ন বিদ্যুতের দিকে উত্তরণের জন্য, আন্তর্জাতিক কমিউনিটি 45.2 বিলিয়ন ডলার অনুদান প্রদানের অঙ্গীকার করেছে, যেখানেদক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ও ভিয়েতনাম সবচেয়ে বড় আর্থিক প্যাকেজগুলো পাবে।
- যদিও তহবিলের উৎস হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে কয়লাখাতে সরকারি অর্থায়ন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে, বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কয়লাখাতের জন্য সহায়তা পৌঁছাতে পারে। কয়লা– যুগের অবসান ঘটানোর জন্য এসব মাধ্যম অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।
- 2022 সালে, 99টি বেসরকারি সংস্থা নতুন বা হালনাগাদকৃত কয়লা নীতি গ্রহণ করেছে। তবে, বেশিরভাগ নীতিমালা ব্যাংক, বিমাকারী ও বিনিয়োগকারীদেরকে জলবায়ু বিষয়ক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়, যেখানে এসব নতুন বা হালনাগাদকৃত নীতিমালার মধ্যে মাত্র 12টি নতুন কয়লাখনি ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের ডেভেলপারদের জন্য সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া, অথবা আবশ্যক সময়সীমার মধ্যে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত অর্থায়নের অবসান ঘটানোর সময়সীমা নির্ধারণ করার মতো শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।
- 2022 সালে মধ্য এশিয়া ও চীনের বাইরের সব অঞ্চলে বিবেচনাধীন নতুন কয়লার ব্যবহার কমে যেতে বা স্থিতিশীল থাকতে দেখা গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও উত্তর আমেরিকায় বিবেচনাধীন নতুন কোনো কয়লা প্রকল্প নেই। চীনের বাইরে প্রস্তাবিত নতুন কয়লা দিয়ে তৈরি বিদ্যুতের সক্ষমতার মাত্রা 2015 সালের পর থেকে 84% কমেছে, যেখানে OECD / EU-তে 90% এবং নন-OECD দেশগুলোতে 83% কমেছে।
- ভারত তার ভবিষ্যত কয়লার ব্যবহার সম্পর্কে মিশ্র সংকেত দিচ্ছে। দেশটির 28.5 GW কয়লা দিয়ে তৈরি বিদ্যুতের সক্ষমতা পরিকল্পনাধীন রয়েছে, যা 2022 সালের চেয়ে 2.6 GW বেশি, এবং 32 GW কয়লা দিয়ে তৈরি বিদ্যুতের সক্ষমতা নির্মাণাধীন রয়েছে।
- 2019 সাল থেকে মোট উন্নয়নের অধীন (ঘোষণা করা, অনুমোদন পূর্ব, অনুমোদনপ্রাপ্ত, এবং নির্মাণকাজের পর্যায়ে থাকা) কয়লা দিয়ে তৈরি বিদ্যুতের সক্ষমতা প্রায় 500 GW রয়েছে, যা 2014 সালে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অধীন থাকা 1,576 GW সক্ষমতার চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম। এই সংখ্যা 2021 সালে রেকর্ড পরিমাণে কমে 479.4 GW হয়েছিল, এবং 2022 সালে পুনরায় বেড়ে 537.1 GW হয়েছে, যা চীনের নেতৃত্বে এক বছর সময়ের মধ্যে 12% বৃদ্ধি।
- এই প্রথম বারের মতো, নির্মাণ-পূর্ব কয়লা–বিদ্যুতের সক্ষমতা চীনের বাইরে 100 GW-এর নিচে নেমে এসেছে (96.7 GW)। 2022 সালে চীনের বাইরে পুরো বিশ্বে মাত্র 20টি নতুন কয়লা–বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রস্তাব বা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ভারতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বা পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল এমন কয়েকটি নির্মাণাধীন প্রকল্প পুনরায় চালু হতে দেখা গেছে।

- চীনের সহায়তায় অন্যান্য দেশে কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্পের গতি ধীর হয়ে এসেছে। 2021 সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের অঙ্গীকার অনুযায়ী দেশের বাইরে চীনের সহায়তায় নির্মাণ-পূর্ব ও নির্মাণ–পর্যায়ে থাকা আনুমানিক 108 GW সক্ষমতার 19% (21 GW) বাতিল হয়ে গেছে অথবা বাতিল হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, কিন্তু প্রায় 40% সামনে অগ্রসর হয়েছে।

বাংলাদেশ

2018 সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত পরিমার্জিত বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা 2016 (PSMP)-এর আওতায় বাংলাদেশে কয়লা–বিদ্যুতের সক্ষমতা 2019 সালের 0.5 GW থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2040 সালের মধ্যে 25.5 GW হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু, 2020 সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে, সরকার নির্মাণ-পূর্ব পর্যায়ে থাকা কয়লা–বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বাতিল করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে, এবং 2021 সালের জুন মাসে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ এবং ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে দশটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনা বাতিল করেছে। 2022 সালে আরো 6 GW কয়লা সক্ষমতা অনুমোদন-পূর্ব বা স্থগিত অবস্থা থেকে বাতিল হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা পরিহার করা সক্ষমতার পরিমাণ 28.8 GW-এ উন্নীত করেছে।

দেশের বাইরে কয়লাখাতে অর্থায়নের অবসান ঘটানো সম্পর্কে চীনের অঙ্গীকারের পর থেকে দেশটির অবশিষ্ট কয়লা প্রস্তাবগুলো, যেগুলোর মোট পরিমাণ 6.7 GW, বাস্তবায়ন হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ কমে আসছে: ওরিয়ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ফুলবাড়ি কয়লা–বিদ্যুৎকেন্দ্র (গেজোবা ও সিনোহাইড্রো) স্থগিত হয়ে গেছে। তবে, 2021 সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ফুলবাড়ি কয়লাখনি ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক দাবি করেছে যে এটি প্রকল্পগুলো এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছে যা "বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ" হবে এবং এর মধ্যে নতুন কয়লা-সক্ষমতা এবং একটি বিশাল উন্মুক্ত কয়লাখনি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের 2023 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাসিক অগ্রগতির রিপোর্টে মাত্র 1.9 GW প্রস্তাবিত কয়লা সক্ষমতার তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে: ওরিয়ন প্ল্যান্ট, যেটির স্থানের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, এবং মহেশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, 2030 সালের জুন মাস থেকে চালু হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু BPDB-এর সাম্প্রতিক বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি।)

একই সময়ে, 2022 সালে বরিশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি নতুন ইউনিট চালু হতে দেখা গেছে, যা বাংলাদেশে পাওয়ার চায়না-এর বিনিয়োগ, নির্মাণকাজ ও পরিচালনাধীন এবং চীনা অর্থায়নের কোনো এন্টারপ্রাইজের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রথম স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন (IPP) প্রকল্প। সেইসাথে, বিতর্কিত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অবশেষে একটি ইউনিট চালু হয়েছে। কার্যক্রম শুরু করার মাত্র 29 দিন পরেই কয়লা স্বল্পতার কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে উৎপাদন স্থগিত করে দিতে হয়েছিল, এবং 2023 সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ বৈশ্বিক কয়লার বাজার এবং মার্কিন ডলারের বিনিময় হারের কারণে এটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমিতপরিমাণের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত হয়েছে।

এছাড়াও 2022 সালে পাঁচ বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণকাজ অব্যাহত ছিল। এগুলোর নর্মাণ সম্পন্ন হলে, বাড়তি 5.7 GW কয়লা সক্ষমতার ফলে বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যকর থাকা 2.9 GW কয়লা সক্ষমতা প্রায় তিনগুণে উন্নীত হবে। এই নির্মাণকাজের পর্যায়ে থাকা সক্ষমতার মধ্যে চীনের সহায়তায় BCPCL-এর পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় অন্তর্ভুক্ত আছে, যেটি চীন যখন দেশের

বাইরে নতুন কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প নির্মাণ না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে তখন বাতিল হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অতিসক্ষমতার সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির গ্যারান্টির কারণে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটছে যা দেশটিকে অব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য করছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতে থাকার ফলে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকায় দেশটিকে অবশ্যই নতুন কয়লা ও গ্যাস-চালিত বিদ্যুৎ সক্ষমতায় বিনিয়োগ বন্ধ করতে হবে, এবং এর বদলে ব্যয়-সাশ্রয়ী নবায়নযোগ্য বিকল্প বেছে নিতে হবে, এটির গ্রিডে বিনিয়োগ করতে হবে, এবং জ্বালানি নিরাপত্তা ও সুলভতা নিশ্চিত করতে জ্বালানি সংরক্ষণের প্রতি নজর দিতে হবে।